প্রত্যাশা

বিডিপিসি - খ্রিস্টান এইড প্রকল্পের প্রকাশনা

প্রত্যাশা

সংখ্যা ১ ।। জুলাই ২০১১

সম্পাদকীয়

২০০৭ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের তান্ডবলীলায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার দু'টি ইউনিয়নে বিডিপিসি তিন বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে খ্রিস্টান এইড এর সহযোগীতায়। টেকসই জীবিকায়ন উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল বাস্তবায়ন, সুশাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে সম্পদ ও সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করার প্রয়াস নিয়ে এই প্রকল্প কাজ করছে। এই নিউজ লেটারটি প্রকল্পের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় সম্পর্কে জড়িত পক্ষসমূহকে অবহিতকরণ। প্রথম সংখ্যায় আমরা প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সেবা সংক্রান্ত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি। আলোচিত বিষয়সমূহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ভেতরে যা যা থাকছে

- দুর্যোগ সংক্রান্ত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা
- কোথায় গেলে কি সেবা পাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যবলী
- তথ্য অধিকার ও প্রাসঙ্গিক তথ্য
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন দুর্যোগ আঘাত হানছে দেশের কোন না কোন জায়গায়। বন্যা, খরা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় এখন দেশের নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই সকল দুর্যোগের তীব্রতা ও ঘটার মাত্রা বেড়ে গেছে। উপরন্তু দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা, টেকসই জীবিকায়নের অভাব, সম্পদ ও সেবায় যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকা ইত্যাদি বাড়িয়ে তুলেছে মানুষ ও তার পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির আশংকা।

বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ। একের পর এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে বিপন্ন করে তুলছে তাদের জীবন ও জীবিকা। ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ধারাবাহিক ঘূর্ণিঝড় কেড়ে নিয়েছে মানুষের জীবন, সম্পদ ও জীবিকায়ন। এই সব দুর্যোগের পাশাপাশি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে হলে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। যা সম্ভব টেকসই জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল অবলম্বন, সুশাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে সম্পদ ও সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। মূলতঃ এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

- সুবিধাবঞ্চিত মানুষের টেকসই জীবিকায়ন উন্নয়ন
- জলবায়ু পরিবর্তনের খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল বাস্তবায়ন
- সুশাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদ ও সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল

প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে তিন বছর (ফেব্রুয়ারী ২০১১ থেকে জানুয়ারী ২০১৪ সাল)।

যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে

- ওয়ার্ডভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন ও সচেতন দল গঠন।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।
- চেইঞ্জ এজেন্ট নির্বাচন।
- উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সহায়ক কমিটি গঠন।
- উপকারভোগীদের টেকসই জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- চেইঞ্জ এজেন্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন।
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কর্মশালার আয়োজন।
- উপজেলা সহায়ক কমিটির সাথে কর্মশালার আয়োজন।
- পাবলিক হিয়ারিং মিটিং বাস্তবায়ন।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রকাশনা ও বিতরণ।

সম্পাদনা : মোঃ জাকির হোসেন (আকাশ)

প্রকল্পের সাথে জড়িত পক্ষসমূহ

চেইঞ্জ এজেন্ট

সমাজের অগ্রসরমান ব্যক্তিবর্গ যারা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে প্রকল্পের সাথে কাজ করছেন। একজন চেইঞ্জ এজেন্ট শিক্ষিত, মার্জিত, শ্রদ্ধেয়, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। চেইঞ্জ এজেন্টের কাজের মধ্যে রয়েছে - মানুষকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর সচেতন করা, মানুষের অধিকার আদায়ে অগ্রদূত হিসাবে কাজ করা, সেবা ও তথ্যে মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অবহিত হওয়া এবং অর্জিত শিক্ষাসমূহ সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করা ইত্যাদি। চেইঞ্জ এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন - শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা যেমন- ইমাম সাহেব, ছাত্র, গৃহিনী ডাক্তার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। প্রকল্পে মোট চেইঞ্জ এজেন্টের সংখ্যা সর্বমোট ৫৪ জন।

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কমিটি। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে আছেন ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। কমিটির সভাপতি হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। কমিটির কাজের মধ্যে রয়েছে জনগণকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে সচেতন করা, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা ইত্যাদি। প্রকল্পের মোট ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংখ্যা ১৮ টি ।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী (১৯৯৭) অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত একটি কমিটি যার সভাপতি হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান মহোদয়, সদস্য সচিব হচ্ছেন পরিষদের সচিব মহোদয়। কমিটিতে সদস্য হিসাবে আছেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ। এই প্রকল্পে ২টি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কাজ করা হবে।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী (১৯৯৭) অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত একটি কমিটি। যার সভাপতি হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদস্য সচিব হচ্ছেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা। কমিটিতে সদস্য হিসাবে আছেন উপজেলা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হচ্ছে এই কমিটি।

উপজেলা সহায়ক কমিটি

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে রয়েছেন উপজেলা পর্যায়ের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্নভাবে সহযোগীতাসহ, তথ্য ও সেবায় জনগণের যথাযথ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে এই কমিটি কাজ করেন। স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি তারা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যাতে করে কার্যকর সেবা জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়। প্রকল্পের একটি উপজেলা সহায়ক কমিটি রয়েছে।

দুর্যোগ সংক্রান্ত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে হলে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে আমরা দুর্যোগ সংক্রান্ত কিছু বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবো।

আপদ

একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন, জীবিকা, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

আপদ মানেই দুর্যোগ নয়। আপদ দুর্যোগের আশংকা মাত্র, আপদ দুর্যোগের উৎস। যে কোনো আপদ বিদ্যমান বিপন্নতা বা বিপদাপন্নতার সংস্পর্শে দুর্যোগের ঝুঁকি হিসাবে দেখা দিতে পারে। যেমন: ভূমিকম্প একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানিসহ ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। মৃদু ভূকম্পন আপদ কিন্তু এতে দুর্যোগ দেখা দেয় না।

আপদ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

১. প্রাকৃতিক আপদ

উদাহরণ- বন্যা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, ঝড়বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ধূলিঝড়, উচ্চ তাপমাত্রা, ভূমিকম্প, মহামারি ইত্যাদি।

২. প্রযুক্তিগত আপদ

উদাহরণ- দূষিত শিল্পাঞ্চল, যানবাহন, শিল্প বা প্রযুক্তি দূর্ঘটনা, ইত্যাদি।

৩. পরিবেশগত আপদ

উদাহরণ- অগ্নিকান্ড, বায়ু ও পানি দূষণ, আবহাওয়ার অবনতি, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ওজোন স্তর ক্ষয়, ইত্যাদি।

দুর্যোগ

দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি যা চলমান সমাজ (বা জনগোষ্ঠীর) জীবনকে চরমভাবে ব্যাহত করে বা স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় যে, ঐ জনগোষ্ঠীর বা সমাজের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে পরে এবং বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ঝুঁকি

প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কোন আপদের কারণে জান মালের ক্ষয়ক্ষতির আশংকাই হলো ঝুঁকি। ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত আছে তিনটি বিষয় তা হল

আপদ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। আবার ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে ব্যক্তির বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতার ওপর। আপদের ফলাফলকে মানুষ যদি তার সক্ষমতার সাহায্যে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তাহলে তার কাছে বিষয়টি আর ঝুঁকি থাকবে না।

একই দেশে একই মাত্রার আপদে বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার নিরিখে ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির তারতম্য হতে পারে। যেমন- কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে একই সাইক্লোনে একজন দরিদ্র ও একজন ধনী ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির মাত্রা দুই রকম হবে। বিষয়টি একটি সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

$$\text{ঝুঁকি} = \text{আপদ} \times \frac{\text{বিপদাপন্নতা}}{\text{সক্ষমতা}}$$

একই ঘূর্ণিঝড় বা বন্যায় পরিবারের সক্ষমতার উপর ঝুঁকির মাত্রা এবং বিপদাপন্নতা নির্ভর করে। যেমন হালিমা কুতুবদিয়ার একজন অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্য আর জসিম মন্ডল এলাকার ধনী ব্যক্তি। হালিমার বিপদাপন্নতা (বি) পাঁচগুন বেশী কারণ তার বাড়ি দুর্বল, আর্থিক সামর্থ্য কম ইত্যাদি। এদিকে ধনী ব্যক্তিটির সক্ষমতা (স) পাঁচগুন বেশী কারণ তার পাকা বাড়ি, আর্থিক সামর্থ্য অনেক বেশী। যদি আমরা ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতাকে ৫ (আ=৫) ধরি তবে আমরা পার্থক্য বুঝতে পারব।

জসিম মন্ডল : $\text{ঝুঁকি} = (\text{আ})\ ৫ \times \frac{(\text{বি})\ ১}{(\text{স})\ ৫} = ১$

হালিমা : $\text{ঝুঁকি} = (\text{আ})\ ৫ \times \frac{(\text{বি})\ ৫}{(\text{স})\ ১} = ২৫$

অর্থাৎ এখানে জসিম মন্ডলের ঝুঁকি কম। যেখানে হালিমার ঝুঁকি জসিম মন্ডলের চেয়ে ২৫ গুন বেশি।

সক্ষমতা

সক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি বিপদাপন্নতা মোকাবিলার জন্য যে সকল ইতিবাচক দিকগুলো থাকে যা কোনো প্রয়োজনে ফলপ্রসূভাবে সাড়া প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ সক্ষমতা হলো একাধিক বিষয়াদি যেমন- প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির সমন্বয় থেকে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া যা মানুষ বা কোনো প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে বুঝি বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা কোনো ঘটনাকে মোকাবিলা করার জন্য এর সক্ষমতাকে প্রতিকুলভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ বিপদাপন্নতা হচ্ছে জনগোষ্ঠীর জন্য কতগুলি আশংকাজনক উপাদান বা পরিস্থিতি যা হতে পারে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক। আবার একই সাথে এগুলোকে প্রতিরোধ করা বা মোকাবেলা করায় যখন জনগোষ্ঠী অসমর্থ। সুতরাং বিপদাপন্নতার দুইটি দিক রয়েছে। একদিকে তা ইতিমধ্যে বিরাজমান আশংকাজনক পরিস্থিতি, অন্যদিকে বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অদক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা।

প্রস্তুতি

প্রস্তুতি বলতে সেই সকল কাজের সমষ্টিকে বোঝায় যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হয়। এ ধরণের কার্যক্রম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান দুর্যোগের পূর্বেই গ্রহণ করে থাকে। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে আগাম সতর্কীকরণ, উদ্ধার ও স্থানান্তর পরিকল্পনা, সম্পদ সমাবেশ ও সংরক্ষণ, পারিবারিক প্রস্তুতি, সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

দুর্যোগ ঘটার পূর্বেই দুর্যোগের আশংকা করে অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ পদক্ষেপ/কর্মসূচি গ্রহণ করাকে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি বোঝায়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি হচ্ছে এমন কিছু পদক্ষেপ/কর্মসূচি/কাজ যেখানে কোনো সম্ভাব্য বিপদ বা দুর্ঘটনার ভয়াবহতা সচেতনভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মানসিক, শারীরিক, সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে সতর্কতার সাথে তৈরি থাকা।

প্রকল্প এলাকা পরিচিতি

	১৩ নং নিশানবাড়িয়া ইউনিয়ন	১৬ নং খাউলিয়া ইউনিয়ন
আয়তন	৩৯.৩৯ বর্গ কিলোমিটার	১৬ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	৩৫,৬৫০	৪২,৫০০
নারী	১৮,১৮২	২০,০১১
পুরুষ	১৭,৪৬৮	২১,৪০৬
মোট খানা	৬,৭৫০	১০,৩৭৫
মোট গ্রাম	১২	১৬
শিক্ষার হার	৪৩%	৭০%
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক	৬টি	৬টি
বাজার	৭টি	৩টি

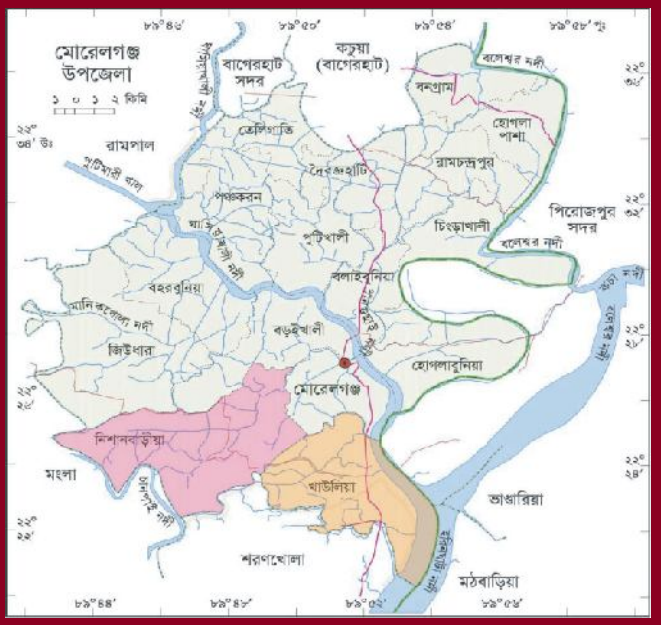

কোথায় গেলে কি সেবা পাবেন

(উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী সংস্থা ও তাদের সেবাসমূহ)

সাধারণ মানুষকে সেবা দেয়ার উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। উল্লেখযোগ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচের চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	সেবার নাম	কার সাথে যোগাযোগ করবেন	কোথায় যাবেন
১.	আপদকালীন ও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
২.	বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল মতামত ও পরামর্শ প্রদান	জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন/ সার্জারী/ গাইনী)	
৩.	অন্তঃবিভাগ, বহিঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগে যথাযথ চিকিৎসা ও সেবা প্রদান	অব্স/চক্ষু/ইএনটি/অর্থো/শিশু/কার্ডিওলজি	
৪.	হাসপাতালে নারী, শিশু, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ	আবাসিক মেডিকেল অফিসার	
৫.	হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য সরবরাহ		
৬.	অপারেশনের রোগীদের চেকআপ এবং রোগীদের এনেসথেসিয়া প্রদান	জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া)	
৭.	বহিঃবিভাগ, জরুরী বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ	মেডিকেল অফিসার	
৮.	দন্ত চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ	ডেন্টাল সার্জন	
৯.	বৃক্ষরোপন, নিরক্ষতা দূরীকরণ, হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন, বাল্য বিবাহ রোধকল্পে আইইসি কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
১০.	সংক্রামক ব্যাধি, এইডস, এসটিডি, আরটিআই যক্ষা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান		
১১.	প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর মায়েদের সেবাদান	মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)	
১২.	ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মা ও শিশু এবং পরিকল্পনা গ্রহীতাদের জটিলতার চিকিৎসা প্রদান		
১৩.	গর্ভবতী মা ও শিশুদের খাবার, পরিচর্যা, শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান নিশ্চিতকরণ	সিনিয়র পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	
১৪.	অগ্রাধিকারভিত্তিতে উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে স্থানীয় কার্যক্রম পরিচালনা	উপজেলা কৃষি অফিসার	উপজেলা কৃষি অফিস
১৫.	উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা		
১৬.	কৃষক সংগঠন তৈরী ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ		
১৭.	শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, সেচ ও মাটি ব্যবস্থাপনা	কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার	
১৮.	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পর্কিত সেবা প্রদান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা মৎস্য অফিস
১৯.	মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও মৎস্য উন্নয়নে উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ প্রদান		
২০.	মাছের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও পরিবহনে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন		
২১.	পশু-পাখির টিকা প্রয়োগ ও রোগজীবাণু নির্ণয়	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কার্যালয়
২২.	প্রশিক্ষণ প্রদান		
২৩.	পশু-পাখি পালনের জন্য জনসাধারণের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান		
২৪.	গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনে উৎসাহী উদ্যোক্তাকে আধুনিক প্রযুক্তিগত কলা-কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান		

ক্রমিক	সেবার নাম	কার সাথে যোগাযোগ করবেন	কোথায় যাবেন
২৫.	পশু-পাখি হতে মানুষে সংক্রামিত হতে পারে এই ধরণের রোগব্যধি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং তা দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা	ভেটেরিনারি সার্জন	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কার্যালয়
২৬.	রোগ জীবানু নির্ণয়		
২৭.	ভিজিএফ/ভিজিডি কেন্দ্রের খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
২৮.	বিনামূল্যে প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রী/অর্থ সাহায্য গ্রহণ, বিতরণ ও সংরক্ষণ		
২৯.	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রস্তুত		
৩০	ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বিতরন	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
৩১.	শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন		
৩২.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ ও হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়
৩৩.	প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বিধাবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান		
৩৪.	প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান		
৩৫.	এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনাসুদে ঋণদান কর্মসূচী		
৩৬.	এতিমখানায় ক্যাপিটেশ গ্রান্ড প্রদান		
৩৭.	নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৮.	মাতৃত্বকালীন ভাতা সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন		
৩৯.	আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান		
৪০.	যৌতুক নিরোধ কার্যক্রম		
৪১.	আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪২.	খাল খনন, বাঁধ, সেচ নালা ও পানি অবকাঠামো নির্মান	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ
৪৩.	হাট বাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত		
৪৪.	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মান		
৪৫.	পানির গুণাগুণ পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৪৬.	স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ, স্থাপন		
৪৭.	টিউবয়েল স্থাপন, পুনঃনির্মান, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		
৪৮.	দুর্যোগকালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ		
৪৯.	জামানতবিহীন ঋণ প্রদান	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
৫০.	সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন		
৫১.	সচেতনতা বর্ধক প্রশিক্ষণ		
৫২.	ভূমি ব্যবস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা ভূমি অফিস
৫৩.	অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা		
৫৪.	অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা		
৫৫.	হাট-বাজার, বালু মহাল, জল মহাল ব্যবস্থাপনা		
৫৬.	সামাজিক বন সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা বনায়ন কেন্দ্র
৫৭.	পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা		
৫৮.	বৃক্ষ রোপন আন্দোলন ও বৃক্ষ মেলা উদ্‌যাপন		

ক্রমিক	সেবার নাম	কার সাথে যোগাযোগ করবেন	কোথায় যাবেন
৫৯.	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সেবা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা সমবায় সমিতি
৬০.	সমিতির সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান		
৬১.	আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন		
৬২.	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন		
৬৩.	আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন		
৬৪.	অগ্নি দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধার	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
৬৫.	অগ্নি নির্বাপন		
৬৬.	বিষয়ভিত্তিক মহিলা সমাবেশ, কর্মশালা, আলোচনা সভা, কমিউনিটি সভা ও সেমিনার আয়োজন	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা তথ্য দপ্তর
৬৭.	বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন		
৬৮.	অশ্লীল ও সেন্সরবিহীন চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রতিরোধে নিয়মিত সিনেমা হলে পরিদর্শন		
৬৯.	ভোটার তালিকা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	উপজেলা নির্বাচন শাখা
৭০.	জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু ও বিতরণ		
৭১.	সংসদ নির্বাচনের জন্য সীমানা নির্ধারণ		

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

ইউনিয়ন পরিষদ আইন - ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরূপ-

১. পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ।
২. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ।
৩. শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত ।
৪. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।
৫. কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ।
৬. মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ।
৭. কর, ফি, টোল, ফিস ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায় ।
৮. পারিবারিক বিরোধ নিরোসন, নারী ও শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন ।
৯. খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগীতা প্রদান ।
১০. পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।
১১. আইন শৃংখলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ।
১২. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ ।
১৩. সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের হেফাজত করা ।
১৪. ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও সরকারী স্থানে বাতি জ্বালানো ।
১৫. বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ ।
১৬. কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ।
১৭. জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এইসব স্থানে উৎপাত ও তার কারণ বন্ধ করা ।
১৮. জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ করা ।
১৯. গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।
২০. অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ।
২১. মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ।
২২. ইউনিয়নের নতুন বাড়ি, দালান নির্মান ও পুনঃনির্মান এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণ ।
২৩. কুয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ।
২৪. খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যে ও জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ।
২৫. খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা ।
২৬. পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ করা ।
২৭. আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা ।
২৮. আবাসিক এলাকায় মাটি খনন করিয়া পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা ।
২৯. আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা ।
৩০. অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও সরকারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান ।
৩১. বিধবা, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা ।
৩২. সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীন শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান ।
৩৩. বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
৩৪. গবাদি পশুর খোয়ার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ।
৩৫. প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা ।

৩৬. ইউনিয়নের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ।
৩৭. ই-গভর্ণেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ।
৩৮. ইউনিয়ন পরিষদের সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ।
৩৯. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত দায়িত্বাবলী ।

তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

তথ্য

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে তথ্য হলো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপি ।

তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য প্রদান ইউনিট বলতে বোঝানো হচ্ছে-

ক) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে যুক্ত বা তার অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় ।

(যেমন- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় হচ্ছে উপজেলা কৃষি অফিস)

খ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় ।

(যেমন- গ্রামীণ ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়)

আপীল কর্তৃপক্ষ

ক) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান;

(যেমন- উপজেলা কৃষি অফিস যদি তথ্য প্রদান ইউনিট হয় তাহলে আপীল কর্তৃপক্ষ হবে জেলা কৃষি অফিসার)

খ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান ।

তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার ধারণাটি আমাদের জন্য একেবারে নতুন । পূর্বে এই ধারণাটির সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম না । যদিও তথ্য এবং অধিকার এই শব্দ দুটি আমাদের অতি পরিচিত । আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র সুরক্ষায়, সুশাসন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নের জন্য এই অধিকার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী । তথ্য অধিকার হলো, যে বিষয়গুলো জীবন ও জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রভাব বিস্তার করে, যার মাধ্যমে জীবন মানের ইতিবাচক ও গুনগত মান/অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব সেগুলো বিষয়ে জানার অধিকার ।

একটু অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, যে সবা তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যেগুলোর অভাবে এই অধিকারগুলো অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, সেইসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলা হয় ।

কর্তৃপক্ষ

তথ্য অধিকার আইনে তিনটি পক্ষ চিহ্নিত করা হয়েছে । যথা-

প্রথম পক্ষ: তথ্য চাহিদাকারী অর্থাৎ যিনি তথ্য চাইবেন ।

(যেমন- যে কোন ব্যক্তি)

দ্বিতীয় পক্ষ: তথ্য সরবরাহকারী অর্থাৎ যিনি তথ্য সরবরাহ করবেন

(যেমন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীনে গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়) ।

তৃতীয় পক্ষ: যার কাছ থেকে তথ্য এনে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে সরবরাহ করবেন ।

স্থানীয় পর্যায়ের কিছু কর্তৃপক্ষের উদাহরণ

স্বাস্থ্য: থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ।

জমিজমা: উপজেলা তহশিলদার অফিস, থানা ভূমি অফিস, রেজিস্ট্রি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কার্যালয় ।

কৃষি: উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, ব্লক সুপারভাইজার, বিএডিসি, এগ্রো সার্ভিস কেন্দ্র ও মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট ।

শিক্ষা: উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিস, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা তথ্য অফিস, জেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপবৃত্তি প্রকল্প ও গণশিক্ষা বিভাগ ।

আইন: গ্রাম আদালত, থানা, পারিবারিক আদালত, জেলা আইনি সহায়তা কেন্দ্র, জেলা জর্জের আদালত ।

স্থানীয় প্রশাসন: উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন ।

প্রজনন স্বাস্থ্য: সূর্যের হাসি বা সবুজ ছাতা চিহ্নিত ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ।

উন্নয়ন: জেলা তথ্য অফিস, জেলা ও উপজেলা পরিষদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ।

নারী উন্নয়ন: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, থানা ও নারী উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ।

মৎস্য: উপজেলা মৎস্য অফিস ।

ঋণ: কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা

ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, ব্রাক ইত্যাদি ।

পরিবেশ: স্থানীয় বনবিভাগ কার্যালয় ।

দুর্যোগ: জেলা ত্রাণ অফিস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও রেড ক্রিসেন্ট অফিস ।

কর্মসংস্থান: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ।

পয়ঃনিষ্কশন: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ।

যেসব তথ্য চাওয়া যাবে

নাগরিকের নিম্ন লিখিত তথ্যগুলো পাবার অধিকার আছে-

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গৃহিত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য
- প্রকাশিত প্রতিবেদন
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, তালিকাসহ রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি পাওয়ার শর্তসমূহ ও শর্তের কারণে কোন ধরনের লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে শর্তসমূহের বিবরণ
- অনুমোদন বা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির বিবরণ
- নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
- কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণের ব্যাখ্যা
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য তথ্য কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা
- মন্ত্রীপরিষদ কোন সিদ্ধান্ত নিলে সিদ্ধান্তের কারণ এবং ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্য

তবে শর্ত আছে যে, দাপ্তরিক নোট শীট বা নোট শীটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না ।

তথ্য পেতে হলে যা করতে হবে

- প্রথমে চাহিদাকৃত তথ্যটি চিহ্নিত করতে হবে
- চাহিদাকৃত তথ্যটি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে অব্যবহিতের তালিকায় পড়ে কিনা কিংবা প্রকাশিত অবস্থায় আছে কিনা তা দেখতে হবে

  (অর্থাৎ তথ্যটি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাবে, তা চিহ্নিত করতে হবে এবং দেখে নিতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটি তথ্য প্রদানের অব্যহতির তালিকায় আছে কিনা)
- এবার আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী তথ্যটি চেয়ে আবেদন করতে হবে

  (আগেই ঠিক করতে হবে কিভাবে আবেদন করবেন)

কোন তথ্য পেতে হলে যেভাবে আবেদন করতে হবে:

তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে আবেদন করতে হবে ।

আবেদনের ফরম হবে নিম্নরূপ-

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১. আবেদনকারীর নাম ঃ
   পিতার নাম ঃ
   মাতার নাম ঃ
   বর্তমান ঠিকানা ঃ
   স্থায়ী ঠিকানা ঃ
   ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ
   পেশা ঃ
২. কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ
৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ
৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ
৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ
৬. তথ্য প্রদানকরী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা ঃ
৭. আবেদনের তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র

আবেদনপত্রটি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইল এর মাধ্যমে আবেদন পত্র গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং এই প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে আবেদনের রেফারেন্স নম্বর, আবেদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদমর্যাদা এবং আবেদন গ্রহণের তারিখ উল্লেখ থাকবে।

ইলেকট্রনিক বা ই-মেইল এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন প্রেরণের তারিখই (প্রাপ্তি সাপেক্ষে) আবেদন গ্রহণের তারিখ বলে গণ্য হবে।

তথ্য প্রদান সময়সীমা

- আবেদনপত্র বা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।
- কিন্তু অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকলে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধপ্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

তথ্য সরবরাহে অপারগতা

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে আবেদনকারীর প্রার্থিত তথ্য সরবরাহে অপারগ অথবা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৯) এর বিধান অনুযায়ী আংশিক তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নিচের ফরম অনুযায়ী এতদ্‌বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

তথ্য সরবরাহে অপারগতা নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর- তারিখ-
প্রতি
আবেদনকারীর নাম-
ঠিকানা-

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ---------- তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হলো না, যথা-

১. ---------- ।

২. ---------- ।

(----------)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবী

দাপ্তরিক সীল

আপীল

আপীল কর্তৃপক্ষ কারা

দু'ধরণের আপীল কর্তৃপক্ষ রয়েছে-

১. কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান।

২. কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

কি কি কারণে আপীল করা যাবে-

- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে।

আপিল আবেদনপত্র

১. আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ
২. আপীলের তারিখ ঃ
৩. যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার কপি (যদি থাকে) ঃ
৪. যার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ
৫. আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ
৬. আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ
৭. প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ
৮. আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ
৯. অন্য কোন তথ্য যা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ

আপীলকারীর স্বাক্ষর

তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ

আপীল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খারিজ হয়ে গেলে তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাবে ।

যে যে কারণে অভিযোগ দায়ের করা যাবে-

ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা ।

খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে ।

গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে ।

ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে, যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয় ।

ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে ।

চ) তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয় ।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

জলবায়ু

জলবায়ু হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এলাকার ২০ থেকে ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা যেমন ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে শীত পড়ে আর এপ্রিল-জুন মাসে গরম পড়ে ।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে মানব সৃষ্ট কারণে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের জলবায়ু গত অবস্থার পরিবর্তন । অর্থাৎ মূলতঃ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

- বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি
- মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারনে প্রতি বছর ৩.২বিলিয়ন মে.টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে জমা হচ্ছে-
  - শিল্প কারখানা ও যানবাহন
  - জীবাশ্ম জ্বালানী দহন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যা ঘটতে পারে

- তাপ প্রবাহ বেড়ে যেতে পারে ও কিছু সময় অস্বাভাবিক গরম আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে ।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি, খরা ,অতিবৃষ্টি, নদী ভাঙন ইত্যাদির মাত্রা ও তিব্রতা বেড়ে যেতে পারে ।
- সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব ।
- জমাট বরফ (গ্লেসিয়ার) গলে যেতে পারে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
- আর্কটিক ও এন্টার্টিকা অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ও বরফ গলে যেতে পারে । ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
- বর্ষার সময়কাল এগিয়ে আসতে পারে (ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তন আসতে পারে) ।
- উদ্ভিদ এবং প্রাণী বৈচিত্র্যের পরিবর্তন আসতে পারে এবং এদের মোট সংখ্যায় পরিবর্তন আসতে পারে ।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপ বা এ ধরণের প্রবাল দ্বীপগুলো হারিয়ে যেতে পারে ।
- প্রচুর বৃষ্টিপাত, অস্বাভাবিক বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও সংখ্যা বাড়তে পারে ।
- খরার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে এবং মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে ।
- পৃথিবীতে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে ।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) মে মাসে ১° সে এবং নভেম্বর মাসে ০.৫° সে বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি বাংলাদেশের মাটির ৮৩০.০০০ হেক্টর আবাদি জমি ক্ষতি করেছে ।
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- ভয়াবহ বন্যার পূনরাবৃত্তি ঘটে গত ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭ সালে ।
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে ।
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে ।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ঝুঁকি

প্লাবন

সমুদ্র তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে দেশের প্রায় ১২০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা সরাসরি প্লাবন জনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে । আমাদের দেশের বেশীরভাগ এলাকা সমতল হলেও সব ভূমিই একই উচ্চতায় নয় । জমিতে অল্প কিছু উচ্চতার পার্থক্য রয়েছে । এই উচ্চতার পার্থক্য রয়েছে বলেই কোন জমি বেশী ও কোন জমি কম প্লাবিত হতে দেখা যায় ।

হঠাৎ বন্যা

জলবায়ু পরিবর্তিত হলে দেশব্যাপী বৃষ্টিপাতের পরিমান বাড়বে এবং

এর ফলে বর্ষাকালে নদী নালাতে পানি প্রবাহ অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে, যার ফলে দেশে বার বার বন্যা দেখা দেবে। পাহাড়ী বৃষ্টিপাতের ফলে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ মেঘনা অববাহিকায় প্রতি বছর আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় তাছাড়া সমুদ্র তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে নদীতে পানির উচ্চতা আরো বাড়বে। বন্যার প্রকোপ এতে আরো ভয়াবহ রূপ নেবে।

সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের উদ্ভব হয়। যদিও ঘুর্ণিঝড়ের পিছনে একাধিক কারণ ও একটি জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে, তথাপি পানির তাপ বৃদ্ধিই সামুদ্রিক ঘুর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সামুদ্রিক ঘুর্ণিঝড় দেখা দেয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে নজিরবিহীনভাবে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ গ্রীণহাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। সাধারণ অবস্থায় সূর্য থেকে যে তাপ শক্তি আসে, তার কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে আর বেশীর ভাগই প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলে চলে যায়। বর্তমানে বায়ুমন্ডলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও গ্যাস জমে আছে তা ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত তাপ শোষণ করে এবং ভূমন্ডলে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উপরিভাগ উত্তপ্ত হচ্ছে। ভূমন্ডলের এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার একটি সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিনতি হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।

খরা

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন কোন এলাকায় মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে খরা দেখা দেয় এবং এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিমে বর্ষা মৌসুমে ফসল আবাদে অসুবিধা দেখা দেয় এবং ধানের ফসলও খুব কমে যায়। আবার শীত মৌসুমেও বৃষ্টিপাতের তুলনায় অধিকমাত্রায় বাষ্পীভবনের কারণে মাটির আদ্রতা কমে যায় ও রবি শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উপকূলীয় নদ-নদীর লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। বিশেষতঃ নদ-নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অধিক পরিমান লোনা পানি প্রবেশ করবে। সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানির অভাব দেখা দেবে। এছাড়া মৎস্য সম্পদ সমূহেরও ক্ষতি হবে। আবার শুকনো মৌসুমে দেশের প্রধান নদ-নদীর প্রবাহ কমে যাবে ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে অধিক হারে লবনাক্ততা বাড়বে। এতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাবে।

নদীভাঙন ও ভূমিগঠনে ভারসাম্যহীনতা

বাংলাদেশে মোট ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র তটরেখা রয়েছে এর মধ্যে সুন্দরবন উপকূলের ১২৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত ৮৫ কিলোমিটার। এছাড়াও রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত প্রশস্ত জোয়ার-ভাটা সমভূমি এবং অসংখ্য নদী মোহনার ব-দ্বীপ। হাজার হাজার বছর ধরে উপকূলীয় এলাকায় ভাঙা-গড়া চলছে। যখন কোন অংশ ভাঙনের সম্মুখীন হচ্ছে তখন অন্য অংশে চলছে ভূমিগঠন প্রক্রিয়া। সমুদ্র সঙ্গমের ব-দ্বীপসমূহ ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূ-খন্ড প্রতিনিয়তই পরিবর্তীত হচ্ছে। তবে এই পরিবর্তনের মধ্যেও ভারসাম্য অবস্থা বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভাঙ্গা-গড়ার এই ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে বিপন্নতার খাতসমূহ

কৃষি

উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গরীব দেশগুলো পানি স্বল্পতা, নতুন প্রজাতির পোকার আক্রমন দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত হবে। অনেক বৃষ্টিপাত নির্ভর শস্য এখন তাদের সর্বোচ্চ সহ্য ক্ষমতার তাপমাত্রায় আছে, সুতরাং সামান্য জলবায়ু পরিবর্তন মোট শস্য উৎপাদন অনেক অংশে কমিয়ে দিতে পারে। ধারনা করা হয় ২১ শতকে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ উৎপাদন কমে যাবে। কিছু অঞ্চলে সামুদ্রিক প্রাণী এবং মৎস্য সম্পদ মারাত্মকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হবে।

পানি সম্পদ

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধিতে শুষ্ক মৌসুমে নদী প্রবাহ-ক্ষীন হয়ে লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে ফলে সুপেয় পানির প্রকট অভাব দেখা দিচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে বঙ্গোপসাগর থেকে বিভিন্ন নদীপথ দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কি.মি. পর্যন্ত লোনা পানি অনুপ্রবেশ করে।

স্বাস্থ্য

পরিবর্তনশীল জলবায়ু বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে মানুষের রোগ এবং মৃত্যু ঘটাচ্ছে এসব দুর্যোগের মধ্যে তাপদাহ, বন্যা এবং খরা অন্যতম। উপরন্ত অনেক মারাত্মক রোগ পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের জন্য দেখা দিচ্ছে। এসব রোগের মধ্যে সাধারণ পরজীবি বাহিত রোগ যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ডায়রিয়া ও কলেরার প্রকোপও বাড়ছে, রয়েছে খাদ্যাভাব জনিত অপুষ্টিও। জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী রোগের মাত্রা বাড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে।

জীবিকা

জলবায়ু পরিবর্তন কর্মদিবসের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। উৎপাদন হ্রাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি তথা প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর পেশা বেশী ঝুঁকির মুখে রয়েছে এবং পেশার পরিবর্তন ঘটছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব দেখা দেবে। ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন কমবে ৮৮% এবং গমের উৎপাদন কমবে ৩২%। ফলে দারিদ্র ক্ষুধাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

অবকাঠামো

বিশ্বব্যাপি প্রতিদিন জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আগামী দশকে ২৫০ লাখ মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। বাংলাদেশে প্রতিদিন বহু মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশ উদ্বাস্তু হচ্ছে। নদী ভাঙন, প্লাবন, ইত্যাদি কারণে মানুষ ঘরবাড়ী, জমি হারিয়ে পরবর্তীতে শহরাঞ্চলের বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করে। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল সময়ে বাংলাদেশে ৯৩ টি বড় ধরনের দুর্যোগ হয় যা কৃষি ও অবকাঠামো খাতে প্রায় ৫৯০ কোটি ডলার সমপরিমান ক্ষতি সাধন করে। বন্যা, অতিবৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির ফলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য পরিসেবা মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়বে।

জীববৈচিত্র্য

সুন্দরবন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ৪৫ সে.মি. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫ শতাংশ সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া উচ্চ তাপমাত্রায় বাষ্পীয় ভবন ও প্রস্বেদন বৃদ্ধি এবং শীতে পানির প্রবাহ হ্রাসের ফলে উচ্চ লবনাক্ততা মৃদু লবণ পানির গাছপালা ধ্বংস করতে পারে। সুন্দরবনের ঘন গাছপালার সমৃদ্ধি ব্যাহত হলে এখানে বসবাসরত প্রাণীকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

প্রকল্পের সম্পাদিত কর্মসূচীসমূহ

প্রকল্পের এ পর্যন্ত সম্পাদিত কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে অবহিতকরণ সভা

গত জুন মাসে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে এক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ইত্যাদি আলোচনা করেন বিডিপিসির সম্মানিত পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান। কমিটির সম্মানিত সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি সবার কাছে আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ইতিবাচক সাড়া দেন।

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

প্রকল্পের অধীনস্ত দু'টি ইউনিয়ন নিশানবাড়িয়া ও খাউলিয়ার ১৮ টি ওয়ার্ডে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সম্মানিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে অবহিতকরণ সভা

প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হচ্ছে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। গত জুন মাসে নিশানবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে নব নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের নিয়ে নতুন করে গঠিত ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব মাওঃ শরীফ মোঃ আব্দুস ছালাম। বিডিপিসির সম্মানিত পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ইত্যাদি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে

সচেতন দল গঠন

প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন অঞ্চল নিশানবাড়িয়া ও খাউলিয়ার ১৮ টি ওয়ার্ডে উপকারভোগী নির্বাচনের উদ্দেশে সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ৫০ থেকে ৬০ জন করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ অংশগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ৩৪ জন দরিদ্র/হতদরিদ্র মানুষ নির্বাচন করা হয়। এই ৩৪ জন ব্যক্তি প্রকল্পে ওয়ার্ডভিত্তিক সচেতন দলের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার
বাড়ি ১৫এ, সড়ক ৮, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮০৫৭৩, ৮৮১৯৭১৮; ফ্যাক্স: ৯৮৬২১৬৯
ই-মেইল: info@bdpc.org.bd

সহযোগিতা
খ্রিস্টান এইড বাংলাদেশ